কলেজ এর গভর্নিং বডির অনুমোদন সহজীকরণ
বাস্তবায়নে: মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, কুমিল্লা

বিদ্যমান সমস্যা: স্বশরীরে বোর্ডে এসে ফরম সংগ্রহ করতে হতো বা বোর্ডের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে তা পূরণ করতে হতো। সোনালী ব্যাংকে গিয়ে নির্ধারিত ফি প্রদানপূর্বক ফি এর পেঅর্ডারসহ আবেদনটি বোর্ডের জমা শাখায় জমা দিতে হতো। এতে সময় ও অর্থের অপচয় হতো। মূল কাগজপত্রাদি সংগ্রহপূর্বক তা আবেদনের সাথে সংযুক্ত করতে হতো, প্রয়োজনে ছায়ালিপি সত্যায়িত করতে হতো। ৫টি ধাপে সেবা প্রদান করা হতো। এ কাজে প্রতিষ্ঠানের অন্তত ২ জন জনবল প্রয়োজন হতো। সময় বেশি লাগতো। ফি অতিরিক্ত কমপক্ষে ২০০০/- টাকা খরচ হতো।

সেবা সহজিকরণের পূর্বের অবস্থা: কলেজ অধ্যক্ষ বা তাঁর প্রতিনিধি শিক্ষাবোর্ডে এসে সভাপতির জীবন বৃত্তান্তের ছক সংগ্রহ করে তা পূরণপূর্বক নির্ধারিত ফি এর ব্যাংক ড্রাফট এবং প্রিসাইডিং অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য সদস্যদের তালিকা সংযুক্ত করে একটি আবেদন জমা দিতে হতো। জমা শাখা ফি এর রসিদ প্রদানপূর্বক রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করে আবেদনটি সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রেরণ করা হলে শাখা কর্তৃক কাগজপত্রাদি যাচাই-বাছাইপূর্বক নথিতে উপস্থাপন করা হতো। পরবর্তীতে ফাইলটি শাখা থেকে পর্যায়ক্রমে উপ-কলেজ পরিদর্শক, কলেজ পরিদর্শক হয়ে চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুমোদনের পর একইভাবে সেকশনে ফাইল ফেরৎ আসত। তারপর খসড়া পত্র টাইপ করে প্রথমবার খসড়া অনুমোদনের জন্য ফাইলের মাধ্যমে উপরের দিকে পাঠানো হতো। খসড়া ঠিক হলে চূড়ান্ত চিঠি অনুমোদনের জন্য পুনরায় ফাইলের মাধ্যমে কার্যক্রম নিষ্পন্ন করে কমিটির কপি ডাকের মাধ্যমে প্রেরণ করা হতো। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কলেজ কর্তৃপক্ষ বোর্ডে এসে চিঠির কপি গ্রহণ করতেন।

সনাতন পদ্ধতিতে প্রসেস ম্যাপ

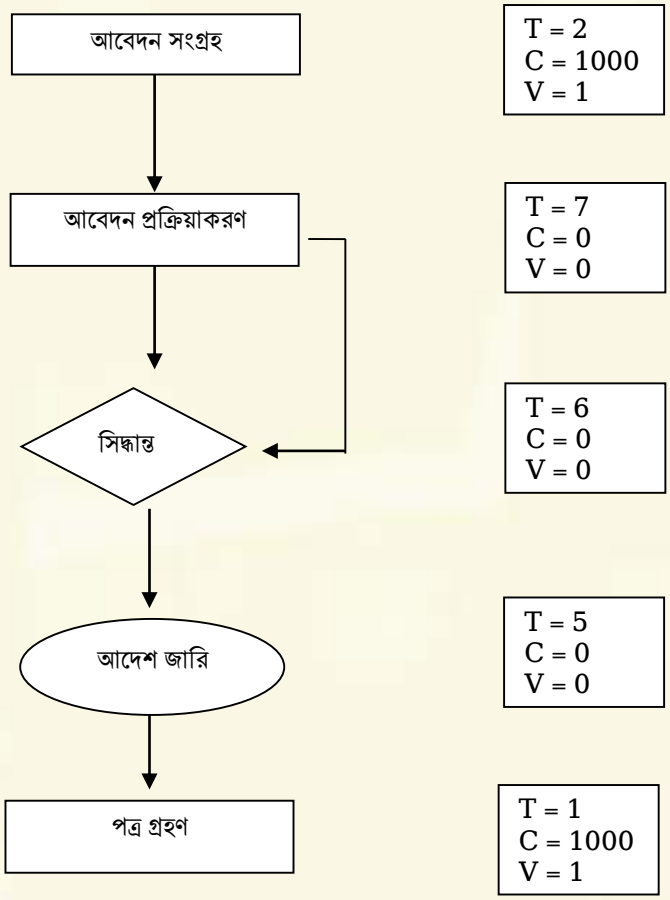

সেবা সহজিকরণের পরের অবস্থা: কলেজের কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পূর্বে কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ডের ওয়েব সাইটে যুক্ত কলেজ কর্ণারে দেয়া লিঙ্কের মাধ্যমে (https://gca.comillaboard.gov.bd/) আবেদন করবে। আবেদন ফরম পূরণ করার পর সর্বনিম্নে পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে বোর্ডের নির্ধারিত ফি প্রদানপূর্বক আবেদন submit করবে। আবেদন করার সাথে সাথে সেবাগ্রহিতার মোবাইল ফোনে একটি নিশ্চায়ন এসএমএস যাবে। কলেজ কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনটি সরাসরি কলেজ পরিদর্শকের ই নথির ডাক এ চলে আসবে। প্রাপ্ত ডাকটি অনুমোদনক্রমে শাখা কর্তৃক অনলাইনে যাচাই-বাছাইপূর্বক ই-নথিতে উপস্থাপন করা হলে চেয়ারম্যান মহোদয় কর্তৃক অনুমোদন হয়ে পত্র জারির সাথে সাথে কলেজ প্রদত্ত ই-মেইলে পত্র চলে যাবে এবং সেবা গ্রহিতাকে এসএমএস এর মাধ্যমে অবহিত করা হবে।

নতুন প্রসেস ম্যাপ:

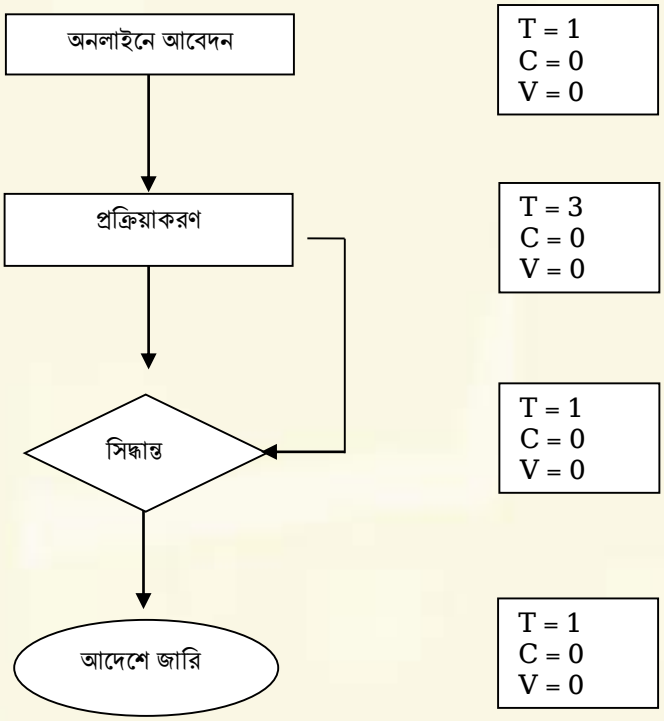

TCV(Time, cost & Visit) অনুসারে বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত পদ্ধতির তুলনা:

বিবরণ	বিদ্যমান পদ্ধতি	প্রস্তাবিত পদ্ধতি
সময় (দিন/ঘন্টা)	২১ দিন	৬দিন
খরচ(নাগরিক+অফিস)	নাগরিক ২০০০/-	০ টাকা
যাতায়াত	২বার	০ বার
ধাপ	৫টি	৪টি
জনবল	৬ জন	৪ জন
দাখিলীয় কাগজপত্র	অপরিবর্তিত	অপরিবর্তিত

স্টেকহোল্ডার/বেনিফিসিয়ারি: কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ডের আওতাধীন কলেজসমূহ, মোট কলেজের সংখ্যা ৪১৫ টি